



72216 - যবে ব্যক্তরি অনাদায়কৃত ফরজ নামাজ ও ফরজ রোযার সংখ্যা মনে নহে, তার করণীয় কি?

প্রশ্ন

প্রশ্ন : যদি কোন মুসলমিরে অনাদায়কৃত সালাত ও সিয়ামরে সংখ্যা মনে না থাকে, তবে তিনি কিভাবে নামাজ ও রোযার কাযা করবনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

অনাদায়কৃত সালাতরে ক্ষত্রে তনিটি অবস্থা হতে পারে :

প্রথম অবস্থা :

ঘুম বা ভুলে যাওয়ার মত শরয়িত অনুমোদতি ওজররে কারণে সালাত ছুটে যাওয়া। এ অবস্থায় তার উপরছুটে যাওয়া নামাযকাযা করা ওয়াজবি। এর দলীল হচ্ছনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামএর বাণী:“যবে ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে গছে অথবা সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে ছলি,এরকাফফারা হচ্ছনে- সবে যখনই তা মনে করবে তখনই সালাত আদায় করে নবি।”[হাদসিটি ইমাম বুখারী (৫৭২)ও মুসলমি (৬৮৪) বর্ণনা করছনে। হাদসিটির ভাষা ইমাম মুসলমিরে]

মাযগুলো যবে ধারাবাহিকিতায় তার উপর ওয়াজবিছিলি সবে ধারাবাহিকিতায় তনি কাযা করবনে। প্রথম নামাযটি প্রথমতে আদায় করবনে। এর দলীল জাবরি ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর হাদসি-“উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদয়াল্লাহুআনহু) খন্দকরে যুদ্ধরে দনি সূর্যাস্তরে পর এসবে ক্বুরাইশ কাফরিদরে গালি দতিবে দতিবে বললনে:“ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আসররে সালাত আদায় করতে করতে সূর্য তবে ডুবহে যাচ্ছিলি!”নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে:“আল্লাহর শপথ,আমতিবে এখনবে আসররে সালাত আদায় করতে পারনি।”তারপরআমরা উঠবে বুত্বহান নামক উপত্যকায়গলোম।সেখনে তনিসিলাতরে জন্য ওজুকরলনে। আমরাও সালাতরে জন্য ওজু করলাম।তনি যখনআসররে সালাত পড়লনেতখন সূর্য ডুবগেছে।আসররে পর তনি মাগরবিরে সালাত পড়লনে।”[হাদসিটি বর্ণনা করছনে ইমাম বুখারী (৫৭১)ও মুসলমি (৬৩১)]

দ্বিতীয় অবস্থা:

এমন ওজররে কারণেসোলাত ছুটে যাওয়াযবে সময় ব্যক্তরিকোন হুঁশ থাকে না।যমেন-অজ্এগন হওয়া। এ ধরনরে পরসিথতির শকার ব্যক্তকিবে সালাতরে বধিান থকেবে অব্যাহতি দয়ো হয়। তাই তাকে উক্ত সালাতরেকাযা করতে হয় না।



গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়িক স্থায়ী কমিটির আলমেগণকে কোন এক ব্যক্তিকে কর্তৃক প্রশ্ন করা হয়েছিলি: আমি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলাম। এর ফলে তনিমাসহাসপাতালরে বহিনায় শূয়ে ছলাম। এসময়ে আমার হুঁশ ছিল না। এ পুরো সময়ে আমি কোন সালাত আদায় করনি। আমি কি এ সালাতগুলো কাযা করা থেকে অব্যাহতি পাব? নাকি আমাকে এ সালাতগুলো কাযা করতে হবে?

তাঁরা উত্তরে বলেন: “উল্লেখিত সময়ের সালাত কাযা করা থেকে আপনি অব্যাহতি পাবেন। কারণ তখন তো আপনার কোন হুঁশ ছিল না।” [উদ্ধৃতি সমাপ্ত]

তাঁদেরকে আরো প্রশ্ন করা হয়েছিলি: যদি কটে এক মাস অজ্ঞান অবস্থায় থাকে এবং এ পুরো সময়টাকেকে কোন সালাত আদায় না করে, তবে ইনছুটে যাওয়া সালাত কি পদ্ধতিতে আদায় করবেন?

তাঁরা উত্তরে বলেন: “এ সময়ে যে সালাতসমূহ বাদ গিয়েছে তা কাযা করতে হবে না। কারণ উল্লেখিত অবস্থায় তিনি বকারগ্রসত ব্যক্তির হুকুমের মধ্যে পড়েন। বকারগ্রসত ব্যক্তির উপর থেকে তো (শরয়ি বিধান আরোপের) কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।” [উদ্ধৃতি সমাপ্ত]

[গবেষণা ও ফতোয়া বিষয়িক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র(৬/২১)]

তৃতীয় অবস্থা:

ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওজর ছাড়া সালাত ত্যাগ করা, আর তা কেবল দুই ক্ষতেরই হতে পারে:

এক:

সে যদি সালাতকে অস্বীকার করে, সালাতফরজহওয়াকে মনে না নিয়ে তবে সে লোক কাফরে- এ ব্যাপারে কোন দ্বিমিত নই। কারণ সে ইসলামের ভিতরে নই। তাকে আগে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে, এরপর ইসলামের আরকান ও ওয়াজবিসমূহ পালন করতে হবে। আর কাফরে থাকা অবস্থায় সে যে সালাতগুলো ত্যাগ করেছে সেগুলোর কাযা আদায় করা তার উপর ওয়াজবি নয়।

দুই:

সে যদি অবহলো বা অলসতাবশত সালাত ত্যাগ করে, তবে তার কাযা আদায় শুদ্ধ হবে না। কারণ সে যখন সালাত ত্যাগ করছিল তখন তার কোন গ্রহণযোগ্য ওজর ছিল না। আল্লাহ তো সুনর্দিধারতি ও সুনর্দিষ্টিসময়ে নামায আদায় করাকে তার উপরফরজকরছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

“নশিচয়ই নর্দিধারতি সময়ে সালাত আদায় করা মু'মনিদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।” [সূরানসি, ৪:১০৩] অর্থাৎ নামাযের সুনর্দিষ্টি



সময় আছে। আরকেটি দলীল হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী: “যবেযক্তি এমন কোন কাজ করবে যা আমাদের শরয়িতভুক্ত নয়- তবতৌপ্রত্যাখ্যাত।” [হাদসিটি বর্ণনা করছেন ইমাম বুখারী (২৬৯৭) ও মুসলিম (১৭১৮)]

শাইখ আব্দুলআযীযইবনে বায (রাহমিহুল্লাহ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিলি: আমি ২৪ বছর বয়সের আগে সালাত আদায় করিনি। এখন আমি প্রতি ফরজসালাতের সাথে আরকেবারফরজ সালাত আদায় করি। আমার জন্য কিতা করা জায়যে? আমিকি এভাবেই চালিয়ে যাব নাকি আমার উপর অন্য কোন করণীয় আছে?

তিনি বলেন:

“যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ত্যাগ করে, সঠিকি মতানুসারে তার উপর কোন কাযা নহে। বরং তাকে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে। কারণ সালাত ইসলামের একটি রুকন বা স্তম্ভ। সালাতত্যাগ করা ভয়াবহ অপরাধসমূহের একটি। বরং ইচ্ছাকৃতভাবে সালাতত্যাগ করা ‘বড় কুফর’-আলমেগণের দুইটি মতের মধ্যে এ মতটি অধিক বশিদ্ধ। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতসোব্যসতহয়ছে যে তিনি বলছেন: “আমাদের ও তাদের (বধির্মীদের) মাঝে পার্থক্য হলো সালাত। তাই যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করল সে কুফরকিরলো।” [ইমাম আহমাদ ও সুনানের সংকলকগণ সহীহ সনদে বুয়াইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে হাদসিটি বর্ণনাকরছেন]

এবং তিনি আরো বলছেন: “কোন ব্যক্তি এবং শরিকও কুফরে পতিত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ করা।” [হাদসিটি ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে জাবরি ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনাকরছেন। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে এ ব্যাপারে আরও অনেকে হাদসি রয়ছেযোতে এ ব্যাপারে ইঙ্গতি পাওয়া যায়]

প্রিয় ভাই, এক্ষত্রে আপনার উপর ওয়াজবি হলো আল্লাহর নিকট সত্যকির অর্থতেওবা করা। আর তা হলো- (১) পূর্বে যা গত হয়েছে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া (২) সালাত ত্যাগ একবোর হেড়ে দেয়া এবং (৩) এ মর্মে দৃঢ় সংকল্প করা যে, এ কাজে আপনি আর কখনও ফরিে যাবেন না। আর আপনাকে প্রতি সালাতের সাথে বা অন্য সালাতের সাথে কাযা আদায় করতে হবে না। বরং আপনাকে শুধু তওবা করতে হবে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলছেন: “হে মু‘মনিগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।” [২৮ আন-নূর: ৩১]

আর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “পাপ থেকে তওবাকারী ঐ ব্যক্তিরি ন্যায় যার মূলতঃই কোন পাপ নহে।”

তাই আপনাকে সত্যকির অর্থতে তওবা করতে হবে। নিজেরি নফসের সাথে হিসাব-নিকাশ করতে হবে। সঠিকি সময়ে জামাতের সাথে সালাত আদায়ের ব্যাপারে সদা-সচেষ্ট থাকতে হবে। আপনার দ্বারা যা যা হয়ে গেছে - সে ব্যাপারে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে হবে এবং বেশে বেশে ভাল কাজ করতে হবে। আর আপনাকে কল্যাণের সুসংবাদ জানাই, আল্লাহ তা‘আলা বলছেন: “আর



যে তওবা করে, ঈমান আনে, সংকল্প করে এবং হৃদয়তরে পথ অবলম্বন করে, নশ্চয়ই আমি তার প্রতি কৃষমাশীল।”[সূরা ত্বহা, ২০:৮২]

সূরা আল-ফুরক্বান এ শরিক, হত্যা, জনি (ব্যভচার) উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাআলা বলেন:“আর যে তা করল সে পাপ করল। কয়ামাতেরে দনি তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দয়ো হবে এবং সে সেখনে অপমানতি অবস্থায় চরিকাল অবস্থান করবে। তবে ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে তওবা করেছে, ঈমান এনছে এবং ভাল কাজ করেছে; আল্লাহ তাদরে খারাপ কাজসমূহকে ভাল কাজে পরবির্তন করে দবিনে। আর নশ্চয়ই আল্লাহ মহা কৃষমাশীল, পরম দয়াময়।”[সূরা আল-ফুরক্বান, আয়াত ২৫:৬৯-৭০]

আমরা আল্লাহ’র কাছপেরার্থনা করছি তিনি যনে আমাদেরকে ও আপনাকে তাওফিকি দান করনে, বশিুদ্ধ তওবা নসীব করনে ও সং পথঅবচিলরাখনে।”[মাজমূফাতওয়া শাইখ বনি বায(১০/৩২৯,৩৩০)]

দ্বিতীয়ত:

রোজা কাযা করার প্রসঙ্গে:

আপনি যে সময় নামায পড়তনে না সে সময় যদি আপনার রোজাও না রখে থাকনে তাহলে সসেব দিনেরে রোজার কাযা আদায় করা আপনার উপর ওয়াজবি নয়। কারণ নামায পরতি্যাগকারী কাফরে, অর্থাৎ মুসলমি মলিল্লাত হতে বহম্বিকারকারী বড় কুফরে লপ্ত। যমেনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কোন কাফরে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে কুফরি অবস্থায় সে যে ইবাদতগুলো ত্যাগ করেছে সেগুলোর কাযা করা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়।

আর যদি আপনার রোজা না রাখাটা যে সময় নামায পড়া শুরু করছেন সে সময়হেয়ে থাকে তবে এক্ষত্রে সম্ভাব্য শুধু দুটো অবস্থা হতে পারে:

এক:

আপনি রাত হতরোরোজারনিয়ত করনেনিবরং রোযা না রাখারসংকল্প ছিলি। এক্ষত্রে আপনার এ রোজারকাযা আদায় শুদ্ধ হবে না। কারণ আপনি কোন গ্রহণযোগ্য ওজরছাড়া শরয়িত নরিধারতি নরিদমিট সময়রে মধ্যে করণীয় ইবাদত ত্যাগ করছেন।

দুই:

আপনি রোজা শুরু করার পর তা ভঙ্গে ফলেছেন। এক্ষত্রে আপনার উপর কাযাআদায় করা ওয়াজবি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামযখন রমজান মাসে দিনেরে বলোয় যটনমলিনকারী ব্যক্তিকে কাফফারা আদায় করার আদশে দলিনেতখন বললনে:“আপনি সে দিনেরে পরবির্ততে একদনি রোযা পালন করুন।”[এ হাদসিটি বর্ণনা করছেন আবু-দাউদ (২৩৯৩), ইবনে



মাজাহ (১৬৭১) এবং আলবানী “ইরওয়াউল গালীল” (৯৪০)এ হাদিসটিকে সহীহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন]

একবার শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহকে রমজান মাসে দিনেরে বলোকোন ওজরছাড়া রোযা ভঙ্গ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল।

উত্তরে তিনি বলেন:

“রমজান মাসে দিনেরে বেলো কোন ওজর ছাড়া রোযা ভঙ্গ করা কবীরা গুনাহ। এর দ্বারা সবে ব্যক্তি ফাসকিবহয়ে যাবে। তার উপর আবশ্যকীয় হচ্ছ- আল্লাহর কাছে তওবা করে নয়ো, যদিনেরে রোযা ভঙ্গ করেছিল সেইদিনেরে রোযার কাযা আদায় করা অর্থাৎসে যদরোযারাকার পর দিনেরে মাঝখানে কোনও ওজর ছাড়া রোযা ভঙ্গ করে থাকে সদিনেরে রোযার কাযা আদায় করতে হবে। যহেতু সবে রোযা শুরু করেছিলএবংরোযা রাখার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল এবং তা ফরজএই বশ্বাসে তাত প্রবশে করেছে। তাই তার উপর এর কাযাআদায় করা বাধ্যতামূলক মান্নতরেন্যায়।

আর যদকিনে ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে শুরু থেকেইরোযা না রাখতে তবে অগ্রগণ্য মতানুসারে তাকে এ রোযার কাযা আদায় করতে হবে না। কারণ সবে এর দ্বারা কোন উপকার পাবে না। যহেতু এ আমল তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না। এক্ষেত্রে মূলনীতিটি হলো- সকল ইবাদত যা নরিদষ্টি সময়েরে মধ্যযে নরিধারতি, তা কোন ওজর ছাড়া সেই নরিদষ্টি সময় থেকে বলিম্বে পালন করা হলে, তা তার থেকে কবুল করা হবে না। এর দলীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী: “যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যা আমাদরে শরয়িতরে অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।” কেননাএটিআল্লাহর নরিধারতি সীমারখো লঙ্ঘন করার মধ্যযে পড়ে। আল্লাহর নরিধারতি সীমারখো লঙ্ঘন করা জুলম (অবচার)। আর জালমি ব্যক্তির কাছ থেকে সেই জুলম কবুল করা হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর যারা আল্লাহ নরিধারতি সীমারখো লঙ্ঘন করে তারা হলো জালমি।” [সূরা বাক্বারাহ, ২:২২৯]

আর এটি এজন্য যবে, সবে ব্যক্তি যদি এই ইবাদত নরিধারতি সময় হবার পূর্বযেই পালনকরতো তবে তা তার কাছ থেকে কবুল করা হত না। একইভাবেসে যদি তা সময় শেষে হয়ে যাওয়ার পরে পালন করে তবে তাও তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না। তবে যদি সবে ওজরগ্রস্ত হয় সটো ভিন্ন কথা।” সমাপ্ত। [মাজমূ‘ফাতওয়া আশ-শাইখ ইবনে ‘উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন নং ৪৫)]

আর তার উপর ওয়াজবি হলো সকল পাপ কাজ থেকে আল্লাহর কাছসেতযাকির তওবা করা(উপরে উল্লেখিত বনি বাযরে ফাতওয়ায় তওবার তনির্টি শর্তসহ)ওয়াজবি কাজসমূহ সময়মত পালন অব্যাহত রাখা, খারাপ কাজ ত্যাগ করা, বশেি বশেি নফল ও নকৈট্য লাভ হয় এমন কাজ করা।

আর আল্লাহই সবচয়ে বশেি জানেনে।